সংবাদ

তারিখ ..6. MAY 2012 ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চলতি বছরেই সাত এমপিওভুক্ত কলেজ জাতীয়করণ হচ্ছে

রাকিব উদ্দিন

পর্যাপ্ত অবকাঠামো থাকা সাতটি এমপিওভুক্ত (মান্থলি পে-অর্ডার) কলেজকে জাতীয়করণ বা সরকারিকরণ করা হচ্ছে। এ কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে ইতোমধ্যে জাতীয়করণের আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কলেজগুলো জাতীয়করণ হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন, চলতি বছর কিংবা আগামী বছরের প্রথমদিকেই সাতটি কলেজের জাতীয়করণ কার্যক্রম পুরোপুরি সম্পন্ন হবে। কারণ ইতোমধ্যে দুটি কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপহার চুক্তি (ডিড অফ গিফট) হয়ে গেছে। মাঠপর্যায়ে উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ, দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, শিক্ষায় ধনী-গরিবের মধ্যে বৈষম্য চলতি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৫

চলতি : বছরেই সাত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হ্রাস এবং সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ীই সংশ্লিষ্ট কলেজগুলো জাতীয়করণ কার্যক্রম চলছে। এছাড়া জাতীয়করণ হলে সংশ্লিষ্ট কলেজে কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতাও কমবে। গতিশীলতা আসবে একাডেমিক কার্যক্রমে। ইতোমধ্যে ২০১০ ও ২০১১ সালে দুটি বেসরকারি ডিগ্রি কলেজকে জাতীয়করণ করেছে সরকার।

এ বিষয়ে মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান-উর রশীদ সংবাদ'কে বলেন, 'স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দাবি, বিভিন্ন সময়ে দেয়া প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও তার নির্দেশ অনুযায়ী কিছু স্কুল ও কলেজকে জাতীয়করণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে'।

তিনি বলেন, 'জাতীয়করণ হলে সংশ্লিষ্ট কলেজে সরকারি বিধি-বিধান কার্যকর হবে। শিক্ষক-কর্মচারীও নিয়োগ দেবে পিএসসি। এতে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত হবে। এছাড়া ব্রিটিশ শাসনামলের পর সরকারি কলেজ খুব একটি প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েক গুণ। তাই জনসংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন এলাকায় সরকারি কলেজ থাকাটাও জরুরি বলে স্থানীয় জনসাধারণ দাবি করে আসছে।

সাতটি কলেজ : সরকারিকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মেহেরপুরের মুজিবনগর ডিগ্রি কলেজ কর্তৃপক্ষ ডিড অফ গিফট সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। একই লক্ষ্যে যশোরের বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ ডিগ্রি কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে গত ১০ এপ্রিল ডিড অফ গিফট চেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। খুলনার রূপসা থানার বঙ্গবন্ধু কলেজকে জাতীয়করণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ওই কলেজের বিষয়ে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য সম্প্রতি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরকে (মাউশি) নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে খুলনার হাজী মুহাম্মদ মহসীন কলেজ এবং একই জেলার রূপসা থানার বঙ্গবন্ধু ডিগ্রি কলেজের বিষয়ে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য মাউশির দুটি পরিদর্শন টিম গত সপ্তাহে কলেজগুলোর কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেছে। একই লক্ষ্যে আগামী সপ্তাহে নেত্রকোনার হাজী আবদুল আজিজ খান ডিগ্রি মহাবিদ্যালয় পরিদর্শনে যাচ্ছে মাউশির পরিদর্শন টিম।

এছাড়া সাতক্ষীরার শ্যামনগর মহসীন কলেজ এবং খুলনার দাকোপ থানার এলবিকে ডিগ্রি মহিলা কলেজকে সরকারিকরণের লক্ষ্যে এর সার্বিক কার্যক্রম ও অবস্থানের বিষয়ে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে মাউশি কর্তৃপক্ষ।

জাতীয়করণের সুবিধা : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেন, সরকারিকরণ হলে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন বাবদ সরকারের ব্যয় তেমন বাড়বে না। কারণ ইতোমধ্যেই এসব প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগ শিক্ষক-কর্মচারী এমপিও সুবিধা পাচ্ছেন। সরকারিকরণের পর তারা কেবল আনুষঙ্গিক ভাতা পাবেন। তবে যেসব শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্ত নয় অর্থাৎ যাদের শিক্ষাজীবনে কোন শ্রেণীতে তৃতীয় শ্রেণী আছে, তাদের সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) থেকে পরীক্ষা দিয়ে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে আসতে হবে। অন্যথায় তারা সরকার থেকে বেতনভাতা বা সুযোগ-সুবিধা পাবেন না। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, জাতীয়করণের পর কলেজের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, জমি, ব্যাংক হিসাব, আসবাবপত্রসহ সব ধরনের সম্পত্তি সরকারের অধীনে চলে যাবে। একাডেমিক কার্যক্রম বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়া পুরোপুরিই সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে। এমনকি পরিদর্শন কার্যক্রম শুরুর পর থেকেই কলেজগুলোতে নতুন করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ ও বড় ধরনের সংস্কার কার্যক্রম বা কেনাকাটা বন্ধ থাকবে।

জাতীয়করণকৃত দুই কলেজ : ২০১০ সালের ২৩ নভেম্বর গোপালগঞ্জের শেখ মুজিবুর রহমান কলেজ এবং গত বছরের ২২ ডিসেম্বর ফরিদপুরের বীরশ্রেষ্ঠ আবদুর রউফ ডিগ্রি কলেজকে সরকারিকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে পর্যায়ক্রমে ৩২টি বেসরকারি কলেজকে জাতীয়করণ করা হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।